সুখেন দাসের রঙিন ছবি

প্রতিশোধ

রঙ্গা ফিল্মস কর্পোরেশনের
তৃতীয় নিবেদন

প্রতিশোধ

পরিচালনা ঃ সুখেন দাস।
কাহিনী সূত্র ঃ বারী দেবী।। সঙ্গীত ঃ অজয় দাস।
পূর্ণ কাহিনী বিন্যাস, চিত্রনাট্য, সংলাপ ঃ সুখেন দাস।

চিত্র পরিকল্পনা ঃ বিজয় দে। সম্পাদনা ঃ রমেন ঘোষ।
শিল্প নির্দেশনা ঃ সূর্য চট্টোপাধ্যায়। সর্বাধ্যক্ষ ঃ প্রনব বসু।

উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়,
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন দাস, মহুয়া রায়চৌধুরী অভিনীত প্রতিশোধ
অনুপকুমার, রবি ঘোষ, জ্ঞানেশ, শকুন্তলা, মৃণাল, শম্ভু, রূপক, অনামি
প্রসেনজিৎ, তিলক, মাঃ পার্থ, রজত, যীশু, মাঃ বাপী, কুমারী রুনা, ও
প্রবীর ও সুবীর।

গীত রচনা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর ঘোষ।প্রচার পরিকল্পনা ও অলঙ্করণ ঃ পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য
কণ্ঠে ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী
হোমচৌধুরী, শ্যামশ্রী মজুমদার ও কিশোরকুমার। শব্দগ্রহণ ঃ লোকেন বোস, অনিল দাশগুপ্ত।
নৃত্য পরিকল্পনা ঃ সত্যনারায়ণ, ঝুনু শর্মা, ফাইটিং কম্পোজিসান ঃ এস. এম. মকবুল।
সঙ্গীতগ্রহণ ঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, বলরাম বারুই।
শব্দ পুনর্যোজনা ঃ মঙ্গেশ দেশাই (রাজকমল কলামন্দির)।
আলোক সম্পাতে ঃ দুঃখী, ব্রজেন, অনিল, মঙ্গল সিং, প্রভাস ভট্টাচার্য, সোনিয়া,
ভবরঞ্জন, অলন, স্বপন, খাদু, লালটু।প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে নিউ থিয়েটার্স
স্টুডিও ও আনন্দ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে গৃহীত। কেঃ ডিঃ কলকারনীর
তত্ত্বাবধানে ক্যালকাটা কালার ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত। সহকারীবৃন্দ—সঙ্গীত ঃ ডি. বা
উত্তম সিং, দিলীপ রায়, সুশীল মজুমদার। পরিচালনা ঃ বাবলু সমাদ্দার, রাণা চট্টোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদনা ঃ উজ্জ্বল নন্দী, রথীন বসু। চিত্রগ্রহণ ঃ শান্তি দত্ত। সহকারী ঃ জয় মি
রূপ সজ্জা ঃ মনোতোষ রায়, পাঁচু দাস। সহকারী—সুশান্ত দাস, কেশ- বিন্যাস—চণ্ডী সাহা,
সাজসজ্জা—নিমাই দাস। . প্রধান কর্মসচীব—সুখেন চক্রবর্তী, ব্যবস্থাপনায় ঃ বাবু কলাম (বা
পাঁচু দাস, কেষ্ট দাস।প্রচার সহকারী—দেবকুমার বসু। স্থির চিত্র—স্টুডিও বলাকা, পরিচয় লিখন
—দিগেন স্টুডিও। সহকারী পরিচালনা —সুধীর চট্টোপাধ্যায়। তপন ভট্টাচা
পরিস্ফুটনের সহযোগিতায় ঃ খেডেকর, নির্মল, সুধাংশু, মিশ্র।
সহকারী শিল্পনির্দেশনা—অনিল পাইন।কৃতজ্ঞতা- স্বীকার ঃ প্রবীরকুমা
অশ্বিনীকুমার খাঁ, দিলীপকুমার খাঁ, প্রদীপকুমার খাঁ
অর্চনা দাস, গোয়ালপোতা গ্রামবাসী, দেজ
ইলেকট্রিক, এন. বি. ডেকরেটার্স, সমর চ্যাটার্জী
সুজিত বসু, মণিকা ব্যানার্জী।
বিশ্ব পরিবেশনা ঃ চণ্ডীমাতা
ফিল্মস প্রাঃ লিঃ।

কাহিনী

প্রভূত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হরেনবাবু, অতিরিক্ত স্নেহপ্রবন এবং পরোপকারী, এই ভদ্রলোক নেহেপুর গ্রামের খুবই প্রিয় ব্যক্তি। সনাতন চ্যাটার্জী হরেনবাবুর একান্ত নিজের মানুষ হিসেবে হরেনবাবুর বাড়ীতেই আশ্রিত। হরেনবাবুর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি যেমন দেখাশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সনাতনের ওপর ছিল তেমনই হরেনবাবুর স্ত্রী গত হওয়ার পর একমাত্র স্নেহের সন্তান রঞ্জকে মাতৃস্নেহ দিয়ে সনাতনের স্ত্রী নলিনী লালন পালন করেন।
অত্যন্ত লোলুপ চরিত্রের এই সনাতন চ্যাটার্জী ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে ক্রমশঃ হরেনবাবুর সকল বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করার স্বপন দেখতে শুরু করে।

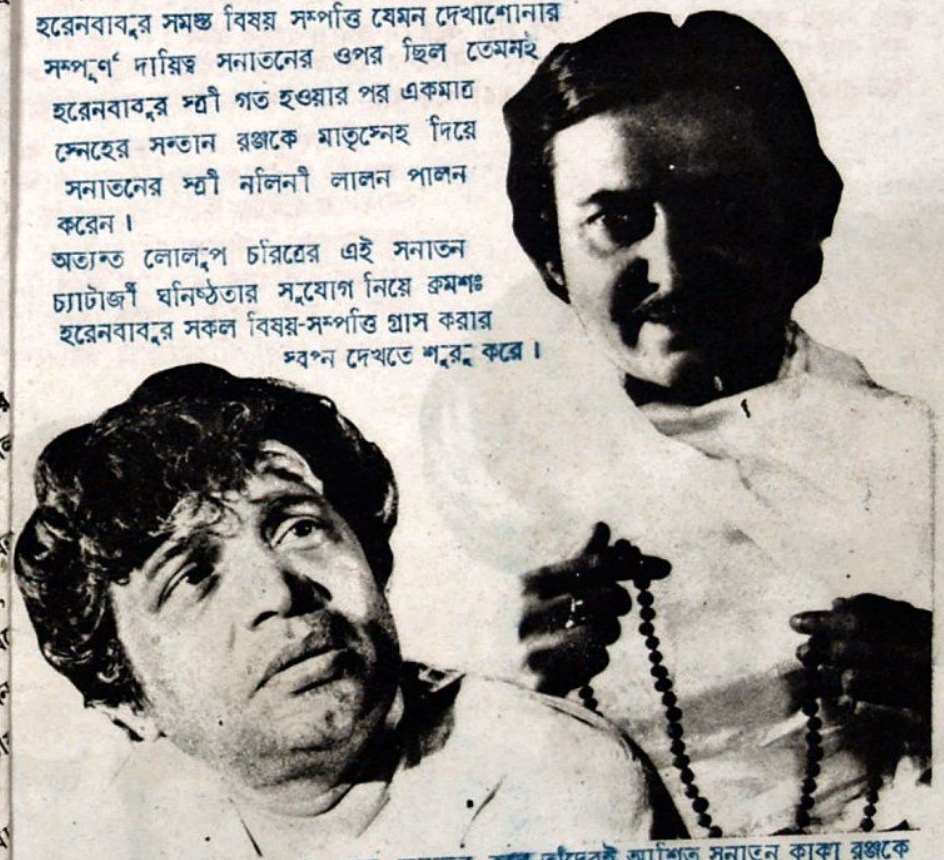

রঞ্জ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে তাঁদেরই আশ্রিত সনাতন কাকা রঞ্জকে এতটুকু স্নেহ করেন না বরং সনাতন কাকার একমাত্র লক্ষ্য বাবার সমস্ত সম্পত্তি নিজের করে নেবার।

একদিন সেই গ্রামের একটি মৃতদেহের সৎকার করতে গিয়ে রঞ্জ সনাতনের একান্ত পেটোয়া অবিনাশের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়। যদিও কোন বাধাই রঞ্জকে মানবিক দায়ীত্ব থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কিন্তু সেদিনের ছিদে ডোমের মৃতদেহকে কেন্দ্র করে সনাতন কাকার সঙ্গে রঞ্জর মতবিরোধ হয়। স্পষ্টবাদী রঞ্জ বুঝিয়ে দেয় ছিদে ডোম দরিদ্র হলেও সে মানুষ। মানুষ হিসেবে আমার নৈতিক কর্তব্য তাঁর মৃতদেহের যথার্থভাবে সৎকার করার আর আমি তাই করেছি।
সনাতনের স্ত্রী নলিনী নিজের ছেলে রতন আর রঞ্জকে একই দৃষ্টিতে স্নেহ করেন

বরং রঞ্জকে কখনই বুঝতে দেন না যে রঞ্জ মাতৃহারা সন্তান। রঞ্জ ছেলেবেলা থেকেই শ্যামলীকে ভীষণ ভালোবাসে। ভারী মিষ্টি মেয়ে শ্যামলী। এই গ্রামেই তাঁদের বাড়ী।সনাতন আর কালহরণ না করে স্থির করে নেয়, হরেনবাবুকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে। সনাতনের এই গোপন চক্রান্ত নলিনীর কাছে ধরা পড়ে যায়। নলিনী হরেনবাবুকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন, রঞ্জকেও খুবই স্নেহ করেন। তাই স্বামীর এই নৃশংস চক্রান্ত হরেনবাবুর কাছে প্রকাশ করে দেন। নলিনীর কার্যকলাপ সনাতন টের পেয়ে যায়। পেটোয়া লোকজনের সাহায্যে হরেন বাবুকে নৃসংসভাবে মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। উপরন্তু হরেনবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর সমস্ত কারণ হিসেবে রঞ্জকে দোষী সাবস্ত করে। গ্রামের সমস্ত লোক সনাতনবাবুর কথা সমর্থন করে। পরিনামে রঞ্জর জেল হয়ে যায়। এই সমস্ত সনাতনের অন্যায় কার্যকলাপ পাছে নলিনী আইনের কাছে প্রকাশ করে দেয় তাই হিংস্র সনাতন নিজের স্ত্রীকেও মৃত ঘোষণা করে একটা আবন্ধ ঘরে বন্দী করে রাখে।

প্রচন্ড ঝড়ের দিনে ইয়াসীন হঠাৎ নৌকো চালাতে চালাতে নদীর বুকে দেখতে পায় একটা মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে। ইয়াসীন দেহটাকে পাড়ে নিয়ে আসে। তখনও দেহে প্রাণ আছে অনুভব করে ইয়াসীন হাসপাতালে নিয়ে যায়।

দীর্ঘ কয়েক বছর বাদে রঞ্জ জেল থেকে ছুটি পায়। মনের অজান্তেই হাঁটতে হাঁটতে নিজের গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামে পৌঁছে কেষ্টার সাথেই রঞ্জর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কেষ্টা চোর হিসেবেই রঞ্জর কাছে ধরা পড়ে। কেষ্টা কেন চুরি করে সে কথাও রঞ্জকে জানায়। কেষ্টার সমস্ত কথা শুনে রঞ্জ কেষ্টার বাড়ীতেই নন্দ নাম ধারণ করে আশ্রয় নেয় এবং সনাতনের লোকজনকে মেরে পারুলকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। নন্দ পারুলের আবার বিয়ে দেবার আয়োজনও করে। বিয়ে বাড়ীতেই শ্যামলীর চোখে নন্দ ধরা পড়ে যায়। রঞ্জ শ্যামলীর কাছে ধরা দিয়ে বলে তাঁর সত্যিকারের পরিচয় যেন কেউ না জানতে পারে।

এ সমস্ত ব্যাপার সনাতনের কানে পৌঁছে যায়। সনাতন জানতে পারে হরেনবাবু আজও বেঁচে আছেন। রঞ্জ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আত্মগোপন করে এ গ্রামেই বাস করছে সে কথাও সনাতনের জানতে বাকী নেই। সনাতনকে হুমকি দিয়ে পারুলের বিয়ের যে ব্যবস্থা নন্দ করতে যাচ্ছে তারই বাধা সৃষ্টি করতে সনাতন চ্যাটার্জী পুলিশ অফিসার সুনীলবাবুর সাহায্য চায়। নিজের সমস্ত অন্যায় কর্ম হরেনবাবু প্রকাশ করে দেন এই আশংকায় গুন্ডা বির্জু সিং-এর সাহায্যে হরেনবাবুর দেহ বাড়ীতে তুলে নিয়ে আসে। হরেনবাবুর মৃতদেহের যায়গায় রঞ্জকে শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যায়। রঞ্জ তাঁর মৃতদেহের ওপর থেকে সনাতন যখন কাপড় সরিয়ে মুখটা দেখতে যায় তখন পুঞ্জিভূত আক্রোশ মেটানোর জন্যে ঝাঁপিয়ে পরে সনাতনের ওপর, সনাতন তখন রঞ্জকে গুলি করতে চেষ্টা করে। অপরদিক থেকে হরেন বাবু একটি দীর্ঘ শিকলের সাহায্যে সনাতনের হাতে আঘাত করেন। সে মুহূর্তেই পুলিশ এসে সনাতনকে গ্রেপ্তার করে। সমস্ত কিছু দেখে শুনে নলিনী কাঁদতে থাকেন। হরেনবাবু নলিনীকে বুঝিয়ে বলেন আমি পুলিশের কাছে কিছুই বলিনি তুমি কিছু ভেবো না।

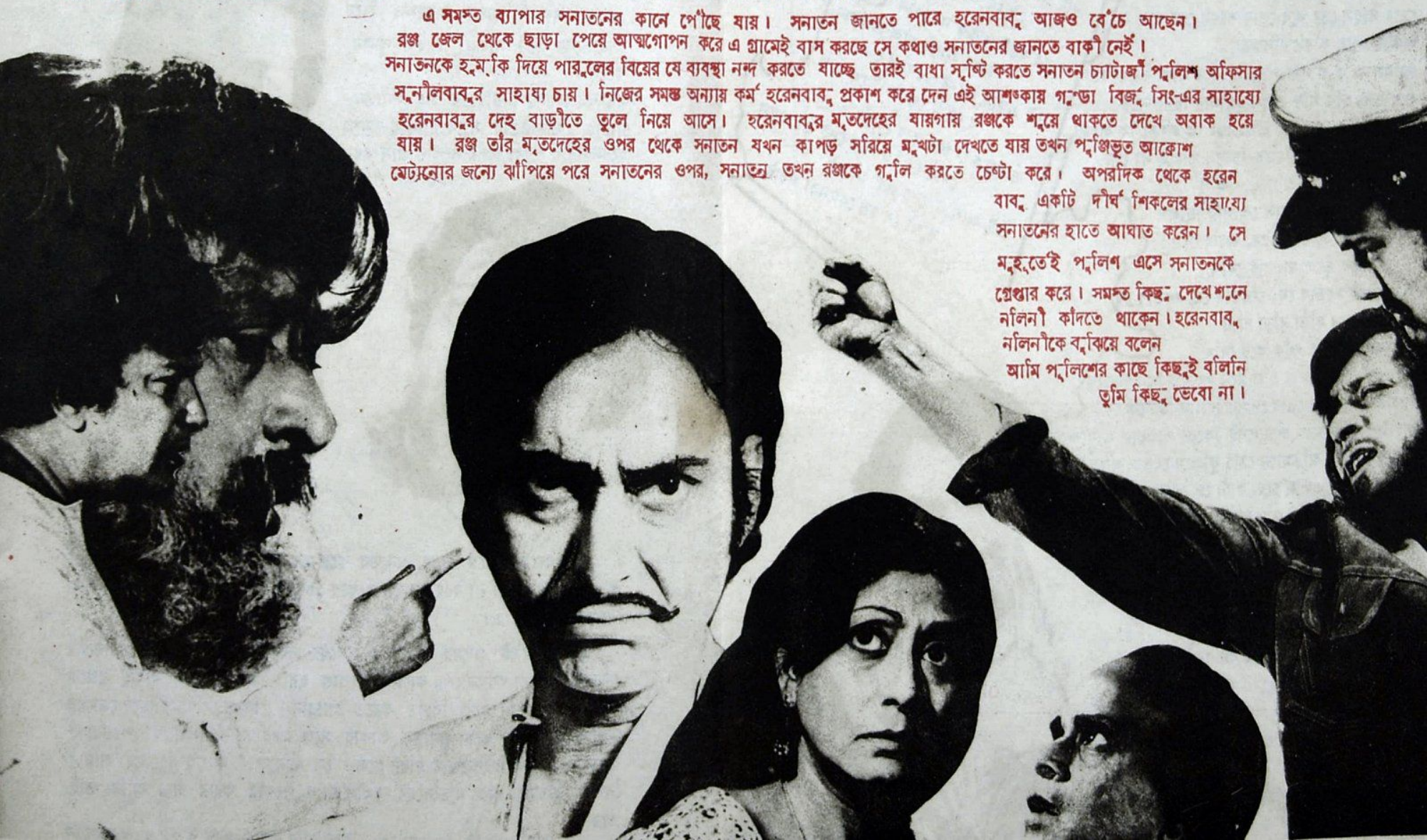

গান

বম···বম বম বম
বম···বম বম বম
গাজনে নাচন কোঁদন যার নামেতে
ওরে আমি তো সেই বম বম ভোলা
গুরুর গুরু ভাঙ্গর ভোলা
এলাম তোদের ধরাধামেতে
এবার তোদের সাথে গাজন মেলাতে
মেয়েরা খায় যে মাথা দেখলে তোকে
এলাম ছুটে তাই তো আমি
রাখবো তোকে চোখে চোখে
তোর সাহস তো খুব-তোর সাহস তো খুব
আমায় নিয়ে করিস রসিকতা
জানিস নাকি আমার পায়ে ঠ্যাকায় মাথা সব দেবতা
ওরে ভস্ম হবি যদি তাকাই আমার ত্রিনয়নেতে
হে ধরণী দ্বিধা হও ! ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা কি লজ্জা
আমার স্বোয়ামী আমাকে চিনতে পারছে না গো
অ্যাঁ ! ·····অ্যাঁ·····অ্যাঁ
দুর্গা যদি তুই এতকাল কোথায় ছিলিস
জবাব দে, জবাব দে, জবাব দে !
বউকে ভুলে যাওয়াই দেখি
পুরুষেরই স্বভাব যে···স্বভাব যে, স্বভাব যে
আরে···আরে দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া
ত্রিনয়নটা একবার ফাঁক করে দেখি
ওমা তুই···হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে মনে পড়েছে
দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড তোর দেহটা দিলাম ছিট্‌কে যে
বাহান্ন পিঠ উঠলো গড়ে সেই টুকরো পাওয়ার আনন্দেতে
তাই বুঝি তুই অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বেড়াস ঘুরে
দেখলি নাকো এলাম চলে কাটা ছেঁড়া দেহ জুড়ে
আরে বাবা কি লাভ ঝুট ঝামেলায়
ঝুট ঝামেলায় কাজ কি
চল হিমালয় ঘর বাঁধি
ঘুরবো না আর রাত বিরেতে
শ্মশানে মশানেতে
বম···বম বম বম, বম···বম বম বম

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
আর কি আমি চাই
নাই বা পেলাম পানাচুপী
দুঃখ আমার কিছু নাই
দূরে যতই থাকুক না বোন
কাছে আসে এলে এ লগন
এই একটি দিনেই বোনের হাতে
যুগে যুগে বন্দী যে ভাই
ভাইয়ের দেওয়া দুর্বাধানে
বোন যে কি পায় সেই তা জানে
এই আশীর্বাদের গর্ব নিয়েই
সুখী যে হয় বোনেরা সবাই

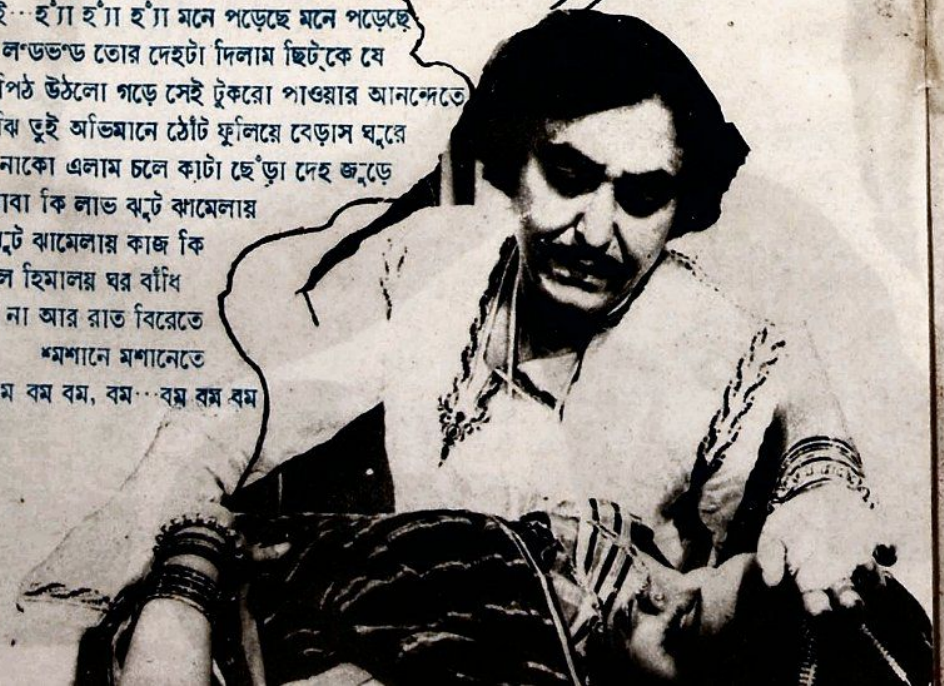

কি বিষের ছোবল দিবি কালনাগিনী তুই
—যাঃ আমি কি বলবো ?
আমারও কি বিষ আছে বুঝবি যদি ছুঁই
—দ্যাখানা
হাতে হাতে প্রমাণ পাবি কেমন করে হয়
বিষে বিষে বিষক্ষয়, বিষে বিষে বিষক্ষয়
—সত্যি ?
—হ্যাঁরে···
আমাকে নেশার ঘোরে মারবি বলে
ধারালো ওই ছুরিটা
মিছেই লুকোস তোর আঁচলে
তার আগেই দেখবি অবাক চোখে
ও তুই দেখবি অবাক চোখে
আমারই প্রেমের ছুরি কখন এসে বিঁধেছে বুকে
—দুষ্টু
ভেঙ্গে যাক কাঁচের গেলাস ঝলকে পড়ুক জল
পিরীতির সাধটা আমার বুক থেকে কে ভাঙবে বল
দু-হাতে এই বেড়া আর নাই বা দিলাম
পরাণের টানেই না হয় তোকে আরো কাছেই নিলাম
নরকের রাজবাড়ীতে পেঁছে গেছি কত যে সুখে
—আহারে বেচারী ?
—যাঃ···যাঃ···যাঃ·

শুধু ব্যথার আঘাতে বারে বারে
নিঃস্ব হলো যে হারালো নিজেকে
সব আলো নিভে গেল যার
একদিন সবই ছিল তার
জানে না সে, কেন এলো ঘর ভাঙ্গা ঝড়
পৃথিবীর আলো হাসি হয়ে গেল পর
বুক ভরা কান্নায় কথা তার থেমে গিয়ে
হলো শুধু হাহাকার
পথ শুধু আরো পথ ঠিকানা বিহীন
আসে আর চলে যায় সাথী হারা দিন
কোথা গেল সেই মন
শূণ্য এ জীবন
চোখে নামে এ আঁধার
শুধু ব্যথার আঘাতে বারে বারে

আজ মিলন তিথির
পূর্ণিমা চাঁদ মোছায় অন্ধকার
ওরে গান গেয়ে যা, যা সুর দিয়ে যা
অনেক দিনের হারান সুর পেলাম রে আবার
স্বলাজে নত আঁখি দুটি চোখ ভরে দেখি
যে আঁখির তারায় তারায়
লেখা ছিল নামটি আমার
স্বপনের গাঁথা মালা
পরিয়ে দিলাম কণ্ঠে যে তার
হৃদয়ের এত আপন যে ছিল সুদূর গোপন
সে এসে আজ সহসা
প্রাণের কুলে আনলো জোয়ার
কি ভাষায় বলবো তারে
তুমি আমার আমি তোমার

উ ! লা···লা···না···লা···
হয়তো আমাকে কারো মনে নেই
আমি যে ছিলাম এই গ্রামেতেই
এই মাটিতে জন্ম আমার
তাইতো ফিরে এলাম আবার
অনেক চেনা অনেক জানা
তোমাদের কাজেতে··
এই খানেতে হৃদয় দিয়ে
গেলাম শুধু দুঃখ নিয়ে
বুকটা ভেঙ্গে গেল যে ঝড়
এলাম সেই ঝড় বুকেতে নিয়ে
ফিরে এলাম জবাব দিতে
সব কিছুরই হিসাব নিতে
প্রতিশোধটা পাওনা হলে
মিটিয়ে দেবো প্রতিশোধেই

চণ্ডীমা ফিল্মসের সশ্রদ্ধ নিবেদন
শর্মিলা·ড্যানী অভিনীত

প্রতিকার

(রঙিন)
পরিচালনা·প্রভাত রায়

বিজয় বসু পরিচালিত
উষা ফিল্মসের

স্বর্গাদপি গরীয়সী

সঙ্গীত-শ্যামল মিত্র
রূপায়ণে-মাধবী-সৌমিত্র-কালী-রবি
লিলি-মহুয়া ও অন্যান্য

চণ্ডীমাতা
ফিল্মসের
আগামী
ছবি !

তারু মুখার্জী পরিচালিত
এমাকেজির সম্পূর্ণ রঙিন বাংলা ছবি

সতী অনসূয়া

প্রযোজনা-মাধব পিকচার্স
সঙ্গীত-হীরেন ঘোষ

সুখেন দাস পরিচালিত
এস-ডি ফিল্মসের

স্বর্ণ মহল

সুর-অজয় দাস
রূপায়ণে-প্রদীপকুমার-অনিল চ্যাটার্জী-কুণাল সিং
অভিজিৎ-অসিত সেন-লিলি-দেবীকা-বঙ্কিম-অন্যান্য